এই শহরে এই বন্দরে

কাইউম পারভেজ

।। একত্রিশ ।।

জীবনে কোনদিন শুনিনি মানুষ মানুষের বাড়ী বেড়াতে যেতে বলে রাত এগারোটার সময় ।
আহা হিমাদ্রী চটে যাচ্ছো কেন?
চটবো না? তুমি কি বলছো বর্ণা?
শোন, আমি ঠিকই বলছি । আমি তোমাকে খাওয়ার দাওয়াত দিচ্ছি না । আমার আর অর্পনের ইচ্ছে আজ রাত বারোটা এক মিনিটে অর্থাৎ ১৫ই আগষ্টের প্রথম মুহূর্তে আমরা বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করবো । সোমবার সবার কাজ আছে । তাই সবাইকে বলছি রাত এগারোটার মধ্যে চলে আসতে । ঠিক বারোটা এক মিনিটে আমরা একটা ঘরোয়া শোকানুষ্ঠান করবো । এক ঘন্টার মধ্যে শেষ করবো ।
সবাইকে আসতে বলেছো মানে?
এইতো - জমসেদ ভাই, নজরুল ভাই, বাবলু দা, মতিন ভাইরা আর তোমরা । সবাইকে বলেছি তাঁদের পছন্দমত কবিতা ও গান নিয়ে আসতে । আরও দু একজনকে বলার ইচ্ছে ছিলো কিন্তু ওদের বাচ্চা-কাচ্চার কথা ভেবে অত রাতে আর বলতে চাইনি ।
সত্যি বর্ণা । আমার এখন নিজেরই লজ্জা লাগছে কিছু না জেনে তোমাকে শুরুতেই ওভাবে প্রশ্ন করলাম ।
আরে ধুর । তুমি আমি তো এভাবেই কথা বলি তাই না? শোন তোমরা বরং একটু আগে চলে এসো । এখন তা হলে রাখছি ।
আচ্ছা ঠিক আছে ।

সবাই তো এসে গেছে না? তোমরা তৈরী তো? আমি ঘড়ি দেখছি --- ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯ এ ----ই বারোটা এক । সবাই ধর --- আমার সোনার বাংলা ---- আমি তোমায় ভালোবাসি ------ ।
দেওয়ান - তুমি এবার বঙ্গবন্ধুর আত্মার মাগফেরাত কামনা করে একটু দোয়া কর আমরা তোমাকে অনুসরণ করবো ।

ধন্যবাদ দেওয়ান । তাহলে বাবলুকে দিয়ে শুরু করি । পড় বাবলু তোমার কবিতাটা ---
অর্পন - আমার এ কবিতাটার নাম “মুজিব” । এটি লিখেছেন - মুহাম্মদ সামাদ

মুজিব আমার স্বপ্ন সাহস মুজিব আমার পিতা

মুজিব আমার রক্তে বীর্যে নন্দিত সংহিতা
মুজিব আমার শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে প্রেম
মুজিব আমার ভালবাসা সূর্য্য সবুজ হেম
মুজিব আমার স্বাধীনতার অমর কাব্যের কবি
মুজিব আমার হৃদয়পটে চির সবুজ ছবি
মুজিব আমার পরশ পাথর পবিত্র নিষ্পাপ
মুজিব আমার বাংলা জুড়ে একটি লাল গোলাপ।

চমৎকার। এবারে কে পড়বে? শোন - আগেই একটা কথা বলে নেই। আজ কিন্তু কোন আলোচনা তর্ক-বিতর্ক হবে না। শুধু কয়েকটি কবিতা আর দু একখানা গান।

অর্পন দা আমি পড়ছি।
পড় বৌদি।
আমি পড়ছি কবি নির্মলেন্দু গুনের কবিতা - "সেই রাত্রির কল্প কাহিনী" --

তোমার ছেলেরা মরে গেছে প্রতিরোধের প্রথম পর্যায়ে
তারপর গেছে তোমার পুত্রবধূদের হাতের মেহেদীর রং,
তারপর তোমার জন্ম সহোদর ভাই শেখ নাসের
তারপর গেছেন তোমার প্রিয়তমা বাল্য বিবাহিতা পত্নী
আমাদের নির্যাতিতা মা ।
এরই ফাঁকে এক সময়ে ঝরে গেছে
তোমার বাড়ীর সেই গরবীনি কাজের মেয়েটি - বকুল।
এরই ফাঁকে এক সময়ে প্রতিবাদে দেয়াল থেকে খসে পড়েছে
রবীন্দ্রনাথের দরবেশ মার্কা ছবি।
এরই ফাঁকে এক সময়ে সংবিধানের পাতা থেকে মুছে গেছে দুটি স্তম্ভ
ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র
এরই ফাঁকে এক সময়ে তোমার প্রহরীদের মধ্যে মরেছে দুজন
প্রতিবাদী কর্ণেল জামিল ও নাম না জানা একজন তরুণ
যারা জীবনের বিনিময়ে তোমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলো ।
তুমি কামান আর মৃত্যুর গর্জনে উঠে বসেছো বিছানায়,
তোমার সেই কালো ফ্রেমের চশমা পরেছো চোখে,
লুঙ্গির উপর সাদা ফিনফিনে সাতই মার্চ্চের পাঞ্জাবী
মুখে কালো পাইপ -
তারপর হেঁটে গেছো বিভিন্ন কোঠায়।
সারি সারি মৃতদেহ গুলি তোমার কি তখন খুব অচেনা ঠেকেছিলো?
তোমার রাসেল?
তোমার প্রিয়তমা পত্নীর সেই গুলিবিদ্ধ গ্রীবা?

তোমার মেহেদীমাখা পুত্রবধূদের মুজিবাশ্রিত করতল?
রবীন্দ্রনাথ-এর ভূ-লুণ্ঠিত ছবি?
তোমার সোনার বাংলা?

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামবার আগে তুমি শেষবারের মত
পাপ স্পর্শহীন সংবিধানের পাতা উল্টিয়েছো
বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে এক মুঠো মাটি তুলে নিয়ে
মেখেছো কপালে,
ওইতো তোমার কপালে আমাদের হয়ে পৃথিবীর দেয়া
মাটির ফোঁটার শেষ তিলক, হায়।
তোমার পা একবারও টলে উঠলো না, চোখ কাঁপলো না ।
তোমার বুক প্রসারিত হোল
অভ্যূত্থানের গুলির অপচয় বন্ধ করতে,
কেননা তুমিতো জানো এক একটি গুলির মূল্য
একজন কৃষকের একবেলার অন্নের চেয়েও বেশী
কেননা তুমিতো জানো এক একটি গুলির মূল্য
একজন শ্রমিকের একবেলার সিনেমা দেখার আনন্দের চেয়ে বেশী
মূল্যহীন শুধু তোমার জীবন শুধু তোমার জীবন পিতা

তুমি হাত উঁচু করে দাঁড়ালে
বুক প্রসারিত করে কি আশ্চর্য্য আহ্বান জানালে আমাদের
আর আমরা তখন রুটিন মাফিক ট্রিগার টিপলাম
তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে হাজার পাখীর ঝাঁক
পাখা মেলে উড়ে গেলো বেহেশতের দিকে
তারপর ডেড স্টপ ।

তোমার নিষ্প্রাণ দেহখানি সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে
আমাদের পায়ের তলায় এসে হুমড়ি খেয়ে থামলো
কিন্তু তোমার রক্তস্রোত থামলো না । সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে,
বারান্দার নিচে গড়িয়ে সেই রক্ত, সেই লাল টকটকে রক্ত
বাংলার দূর্বা ছোঁয়ার আগেই আমাদের কর্ণেল
সৈন্যদের ফিরে যাওয়ার বাঁশী বাজালেন।

বাহ্ চমৎকার হয়েছে। বাবলুদা এবার আপনারটা শুনি। এমন তো কথা ছিলো না বর্ণা যে স্ত্রীর পরেই আমাকে পড়তে হবে।
না আমি তা বলিনি। পাশাপাশি বসে আছেন তো --

ওহ তাই তো? সেটা তো খেয়াল করিনি? নিস্তার নেই বুঝলে, নিস্তার নেই । আচ্ছা শোন আমি নিয়ে এসেছি রফিক আজাদের সেই বিখ্যাত কবিতা - "এই সিঁড়ি"

এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে
সিঁড়ি ভেঙ্গে রক্ত নেমে গেছে।
বত্রিশ নম্বর থেকে সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে।
মাঠময় শস্য তিনি ভালোবাসতেন
আয়ত দুচোখ ছিলো পাখীর পিয়াসী
পাখী তাঁর খুব প্রিয় ছিলো ।
গাছ গাছালী ঢেকে প্রিয় তামাকের গন্ধ ভুলে
চোখতুলে একটুখানি তাকিয়ে নিতেন।
পাখীদের শব্দে তাঁর খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে যেতো
স্বপ্ন তাঁর বুক ভরে ছিলো
পিতার হৃদয় ছিলো স্নেহে আদ্র চোখ ।
এদেশের যা কিছু, তা হোক না নগন্য ক্ষুদ্র
তাঁর চোখে মূল্যবান ছিলো ।
নিজের জীবনই শুধু তাঁর কাছে খুব তুচ্ছ ছিলো
স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে পড়ে আছে বিশাল শরীর
তাঁর রক্তে এই মাটি উর্বর হয়েছে।
সবচেয়ে রূপবান দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ
তাঁর ছায়া দীর্ঘ হতে হতে মানচিত্র ঢেকে দেয় স্বপ্নে আদরে
তাঁর রক্তে প্রিয় মাটি উর্বর হয়েছে
তাঁর রক্তে সব কিছু সবুজ হয়েছে
এই সিঁড়ি নেমে গেছে বঙ্গোপসাগরে
সিঁড়ি ভেঙ্গে রক্ত নেমে গেছে স্বপ্নের স্বদেশ ব্যাপি
সবুজ শস্যের মাঠ বেয়ে
অমল রক্তের ধারা বয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরে.।

নজরুল - এই মোমের আলোতেও লক্ষ্য করছি তোমার চোখের কোণা বিন্দু জলে চিকচিক করছে। চোখটা মুছে নাও, তারপর তোমার কবিতাটা শোনাও ।
অর্পন - এটা আমার খুব প্রিয় একটা কবিতা। কবিতাটা পড়লেই মনে হয় আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে গেছি। এটি আসলাম সানী-র কবিতা। কবিতার নাম -পিতার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় ----

এইতো আমরা এখানে বসে আছি পিতা
আপনার সুদিন আর দুর্দিনের সাথীরা

আপনার সেই প্রাণপ্রিয় হাটের-মাঠের মানুষেরা
সেই কারখানার শ্রমিক, ভার্সিটির তুখোড় রাজনীতি সচেতন ছেলেরা
যারা সব সময় আপনার আদেশের অপেক্ষায়
বসে থাকতো খোলা আকাশের নীচে, সবুজ দুর্বাঘাসে
যারা আপনার অমানবিক হত্যাকান্ডের সংবাদ শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো
পাথর হয়ে গিয়েছিলো এক সমুদ্র শোকে।

আসুন পিতা, একটু বাইরে এসে দেখুন
আমরা পথ চেয়ে বসে আছি আপনার অপেক্ষায়
আপনি কি এখনো সেই ধানমন্ডির বত্রিশ নাম্বারের বাড়িতেই থাকেন?

হে বাংলার চির সম্রাট পিতা
এখনো কি আপনি বেতের তৈরী সেই ইজি চেয়ারটায় বসে বসে ভাবেন
পদ্মা, মেঘনা, যমুনার কূলে কূলে
লক্ষ কোটি ভূখা-নাঙ্গা মানুষের কথা,
টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া এই বিশাল বাংলার কথা
বাংলার মানুষের স্বাধীনতা, মানে, রাজনৈতিক মুক্তির কথা।

এখনো কি বলেন, সেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে তেজোদীপ্ত কন্ঠে
‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম’।
কিংবা ভাবেন, সাত কোটি মানুষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা চিকিৎসা
আর বাসস্থানের কথা, মানে অর্থনৈতিক মুক্তির কথা, দ্বিতীয় বিপ্লবের কথা?

সাড়ে সাত কোটি বাঙালির হে শ্রেষ্ঠ সন্তান
বঙ্গবন্ধু মুজিব, হে আদর্শ শিক্ষক, মহান পিতা
আপনি কি এই তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী বাংলাদেশ-এর
বাঙালি জাতির প্রতিনিধি হয়ে
জাতিসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে সাহসী কন্ঠে এখনো বলেন
’আজ বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত, শোষক আর শোষিত
আমি শোষিতের পক্ষে। কিংবা
মাউথ পীসের সামনে দাঁড়িয়ে, সাধারণ সভা কাঁপিয়ে
সিংহের মত গর্জন তুলে এখনো বলেন কী
আমার অবস্থা যদি চিলির আলেন্দের মতোও হয়
তবুও আমি সাম্রাজ্যবাদের নিকট মাথা নত করবো না।

বলুন পিতা, আপনি এখনো কী এইসব কথা বলেন,
এখনো কী এই মাটি ও মানুষের কথা ভাবেন?
আমরা এখানে বসে আছি আপনার অপেক্ষায়
এখনো জেগে আছি, দুচোখে ঘুম নেই পিতা
ভেতরে যেন আগ্নেয়গিরির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে
আপনার সেই স্পষ্ট আদেশের অপেক্ষাতেই আমরা বসে আছি
আবার এই জনসমুদ্রে এসে আপনি বলবেন,
তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো
শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল।

আসুন পিতা, বলুন এইতো আমরা বসে আছি এইখানে
এই রবিঠাকুরের সোনার বাংলায়, বিদ্রোহী নজরুল-এর বাংলাদেশ-এ বসে আছি পিতা,
এই বুকে শোকাহত শক্তি আর চোখে আগুন নিয়ে
এই সবুজ দূর্বাদলে আপনি আসুন পিতা
আমরা অপেক্ষায় আছি
আপনি আরেকবার আসুন, এই বাংলায়
বাংলার মানুষের ভালোবাসার আলিঙ্গনে
হে পিতা, আপনি আরেকবার আসুন।

নজরুলের কবিতায় আমরা যেন স্তব্ধ হয়ে গেলাম ।
তাইতো হবার কথা । কি সুন্দর একটা কবিতা । নজরুল ভাই আপনি পড়েছেনও খুব সুন্দর । আচ্ছা একটু পরিবর্তন হোক । সেই প্রেক্ষিতে আমি একটা গান ধরছি । আপনিতো আপনার কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে ফিরে আসতে বললেন এবার আমার গানে বঙ্গবন্ধু তার উত্তর দেবেন । সিডনীতে তৈরী হওয়া এ গান ।

আমি আবার ফিরে আসবো এই বাংলার ঘরে ঘরে
আমায় আবার না হয় মরণ দিও
বাংলা মায়ের হাসির তরে । ।

কোন ভোরের বেলায় যদি চমকে ওঠো
পাতা ঝরার শব্দে
কোন সাঁঝের বেলায় যদি থমকে যাও ধূপ লোবানের গন্ধে
বুঝবে বন্ধু দাঁড়িয়ে আছি আমি
নিঃশ্বাসের পথ ধরে
এই বাংলার ঘরে ঘরে । ।

কোন সংগ্রামে আর মিছিলে যদি

হতাশ কখনো হও
কোন রক্তে ভেজা লাল জামা দেখে নিরাশ তখনো হও
দেখবে বন্ধু জড়িয়ে আছি আমি
বিশ্বাসের পথ ধরে
এই বাংলার ঘরে ঘরে।।

জমসেদ ভাই - এবার আপনারটা -
বর্ণা ভাবী - আমার কবিতার নাম - "এইতো আমি"

এই যে, ঠিক এইখানে হাত রাখো
বাংলার মাটির স্পর্শ পাবে।
ঠিক এইখানটায় কান পাতো
একতারার মূর্ছনা পাবে।
আর একটু দুরে চোখ মেলো
তোমার বাংলাদেশ দেখতে পাবে।
ঠিক এইখানটায় মন রাখো
মুজিবের স্বপ্নটা ছুঁতে পারবে।
দেখো দেখো - মুজিব আর বাংলাদেশ
কেমন জাগ্রত তোমার অস্তিত্বে।

জমসেদ ভাই - আপনার কবিতাটা কার লেখা তাতো বললেন না?
সেটার কি প্রয়োজন আছে ভাবী?
ওমা সে কি কথা?
তারচে' বরং আরেকটা শোনাই । এই কবিতাটার নাম - "ঐ আসছে ঐ"

ঐ আসছে ঐ আসছে তুমি কান পেতে শোন
ঐ আসছে ঐ আসছে তুমি চোখ মেলে দেখো ।

আসমুদ্রহিমাচল প্রতিধ্বনিত তরঙ্গিত
সেই স্নেহ মমতা ভালবাসায় সিক্ত অতল হৃদয়ের ঝংকার
... 'ভায়েরা আমার' ...।
তুমি কান পেতে শোন।

তুমি চোখ মেলে দেখো
ঐ আসছে ঐ আসছে তোমার বন্ধু
পঁচাত্তরে তার হয়নিকো মরণ
সে আসে প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে প্রতিস্থানে প্রতি হৃদি রাজ্যে

বাংলাদেশ আমেরিকা জাপান সিডনী বন মধ্যপ্রাচ্যে
যেখানে আছে অন্তত একটি বাঙ্গালী।
ঐ সেই সৌম্য দীপ্ত প্রতিশ্রুত বজ্রকণ্ঠের আহুবান
... 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'
তুমি কান পেতে শোন।
তুমি চোখ মেলে দেখো।

... তুমি এসো তুমি এসো
আমরা কান পেতে শুনবো
আমরা হৃদয় দিয়ে দেখবো।

জমসেদ - এ কবিতাটা কার সেটা বলা যাবে তো?
আচ্ছা নাম দিয়ে কাম কি অর্পন?
তা'হলে কি আপনার লেখা জমসেদ ভাই?
না ভাবী অবশ্যই আমার নয় ।
তা হলে কার?
আচ্ছা এবার আমি একটা ছড়া পড়ছি ।
পড় অর্পন ।
জমসেদ যেমন ওর কবিতার রচয়িতার কথা বললো না - আমিও বলবো না । তবে ছড়ার নাম "একজন খোকার গল্প"

এক যে ছিলো "খোকা" নামে ফুটফুটে এক খোকা
কৃষ্ণচূড়ার ফুলে ফুলে তার নামটি লেখা।
ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মেছিলো সে
একটি জাতির জনক হবে জানতো বলো কে?

স্কুল থেকে ফিরলে বাড়ি মা দেখতেন চেয়ে
খোকার গায়ের চাদরখানি ফেরেনি গা বেয়ে।
মা বুঝলেন ছাতার মত চাদরও করেছে দান
শৈশব থেকে গরীবের দুঃখে মুখ হোত তার ম্লান।
দিন রাত্রি ভাবনা একই গরীবি হটাতে হবে
বাংলার শিশু নারী পুরুষের দুঃখ ঘুচবে কবে?

দ্বিজাতি তত্ত্বে দেশ ভাগ করে উর্দূ রাষ্ট্রভাষা!
খোকা তখন মুজিব, বলে আ-মরি বাংলা ভাষা।
তখনই মুজিব বুঝলো ওরা ভাই নয় ওরা শাসক

বিনা প্রতিরোধে করবে শাসন একক দশক শতক।
শুরু হোল প্রতিবাদ, আর প্রতিরোধ সংগ্রাম
শাসক জানলো সিংহ জেগেছে মুজিবুর তার নাম।

টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া আর জাফলং ঝালকাঠি
উল্কার বেগে ছুটছে, বলছে জাগো হে বাঙালী জাতি।
এরই মধ্যে জেল ও জুলুম হত্যার ষড়যন্ত্র
কিছুই তাকে পারেনি হঠাতে দিতে হবে গনতন্ত্র।
আরো দিতে হবে স্বায়ত্বশাসন পূবের ন্যায্য হিস্সা
জুজুর ভয় দেখেছি অনেক শুনেছি অনেক কিস্সা।

বাষট্টিতে মুক্তি সনদ দিলেন ছয়টি দফা
মানতেই হবে খান সাহেব, নয় করবো দফা রফা।
খান সাহেবেরা আগরতলা মামলায় দিলো গেঁথে
ঘুঘু দেখেছিলো ফাঁদ দেখেনিকো জুলুমে ছিলো যে মেতে।
বাড়ছে জুলুম হয়না মালুম ফুঁসছে ছাত্র-জনতা
জেল ভেঙ্গে তবে নিয়ে এলো সবে প্রাণ প্রিয় সেই নেতা।
স্বৈরাচারীর গদিতে আগুন গণ অভ্যুত্থান
খান সাহেবের মসনদ গেলো স্বপ্ন যে খান খান।

গনভোট হোল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী যায় যে ক্ষমতায়
ভাবতে পারেনা মানতে পারেনা করে শুধু হায় হায়।
ছল-চাতুরী যা আছে জানা শঠতার নেই শেষ
মুজিব এবার গর্জে উঠেছে স্বাধীন বাংলাদেশ।
সাতই মার্চে জনসমুদ্রে ঘোষিলেন স্বাধীনতা
"বঙ্গবন্ধু" নাম দিলো তাঁরে আবালবৃদ্ধবনিতা।

পঁচিশে মার্চ শুরু হয়ে গেলো বাঙালী গণহত্যা
বঙ্গবন্ধু বন্দী হলেন দিয়ে মুক্তির বারতা।
নয়মাস ধরে যুদ্ধ হোল তাঁরই নির্দেশ ডাকে
অস্ত্রহাতে যুদ্ধে বাঙালী 'জয় বাংলা' হাঁকে।
বাঙ্গালী জাতির জয় হোল হায় পিতা যে পাকিস্তানে!
হরিষে বিষাদ কি জানি কি হয় শংকা রাত্রি দিনে।
দশ জানুয়ারী বাহাত্তরে এলেন স্বদেশ ভূমিতে
চেয়ে দেখলেন প্রাণের বাংলা সটান পোড়া ভিটেতে।
অশ্রু মুছিতে পিতার হাসিতে বললেন নাহি ভয়
গড়বো বাংলা নতুন বাংলা বাংলার হবে জয়।

নেপথ্যে হায় নবাব সিরাজ নাটক মহড়া তখন
মীরজাফর যে তাঁরই সুহৃদ প্রস্তুত প্রতিক্ষণ।
ডাইনে বাঁয়ে সমুখে পেছনে মীরজাফরের সারি
চমকে উঠে থমকে দাঁড়ান - কারে বিশ্বাস করি?
দিলো না সময় ঘুম হতে তুলে করলো যে তাঁরে খুন
জাতির পিতা হত্যা ? - জাতির মুখে কালি ও চুন।
চির নিদ্রায় ঘুমিয়ে খোকা টুঙ্গি পাড়ায় ফেরে
গরীব দুঃখীরা আজো পথে পথে খোকারই খোঁজ করে।

খোকা ঘুমালো দেশ কি জুড়ালো? বর্গীরা সব দেশে
হাসতে খেলতে দেশ লুটে নিলো স্বপ্ন দেখবো কিসে?
গান ফুরালো প্রাণ ফুরালো বাঁচবার উপায় কি?
আর কতদিন সবুর করবো ? - আগুন জ্বেলেছি।

এবার আমি কি আর একখান গান গাইতে পারি?
বর্ণা - এ গানের জন্মও কি সিডনীতে?
হ্যাঁ বাবলু দা - এটাও সিডনিতে তৈরী। এ গানটা তোমাদের কারো কারো হয়তো জানাও আছে। ধর আমার সাথে ------

এখনো সেই লেকের পাড়ে মাছ রাঙ্গারা আসে
সূর্যমুখী চেয়ে থাকে কখন সে আসে
ওরা জানে না সেই মহাপুরুষ
ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে।।

ভোরের বেলায় পাখীর গানে ঘুম ভেঙ্গে যেতো
চোখ মেললে লাখো জনতা দেখতে সে পেতো
ওদের হাসি নেই ওদের সুখ নেই ওরা অসহায় মানুষ
ওদের সবার সুখ-দুখ তাঁর হৃদয়েতে ছিলো মিশে
এখনো সেই ভোরের পাখী গান শোনাতে আসে
লাখো জনতা চেয়ে থাকে কখন সে আসে
ওরা জানে না সেই মহাপুরুষ
ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে।।

কোমল মাটির পরশে তার হৃদয় কোমল হোত
ভালবাসার মন্ত্র দিয়ে বুকে টেনে নিতো

তার ভয় নেই, তার ক্ষয় নেই সে এমনই মানুষ
শেষ হয়ে গেলো নিমিষেই এক কালো রাত্রির শেষে
এখনো সেই কমল মাটি রক্তে আছে মিশে
ভালবাসার মন্ত্র নিয়ে আসবে না এই দেশে
ওরা জানে না সেই মহাপুরুষ
ঘুমিয়ে ঘুমের দেশে।।

এই হিমাদ্রী - তুমিতো কিছু বললে না।
আমি? আমি বাচ্চাদের জন্য একটা ছড়া বলবো। যদিও এখানে এখন কোন বাচ্চা নেই তবু এ ছড়াটা ওদের জন্যেই লেখা। ছড়ার নাম - "আজ হোল সেই পনেরো আগষ্ট" ---

বলতো খোকা - খুকু
বাংলাদেশের জাতির পিতার
বুকটা কতটুকু?

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলে
বিশাল সেই বুক
চোদ্দ কোটি মানুষ তাতে
ভাঙ্গে না একটুক।

সেই বুকেতে আশা ছিলো
স্বপ্ন ছিলো কত
সব শিশুরা খেলবে, খাবে
আর শিশুদের মত।

হঠাৎ করে জাতির পিতার
প্রাণটা নিলো কেড়ে
রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিলো
গোটা পরিবার মেরে।

মনে রেখো জাতির পিতা
দিয়েছিলেন দেশ
লাল-সবুজের নিশান ওড়ে
নামটি বাংলাদেশ।

জাতির পিতার নামটি বলো

জড়িয়ে মন প্রাণ
বঙ্গবন্ধু প্রানের বন্ধু
মুজিবুর রহমান।

আজ হোল সেই পনেরো আগষ্ট
পিতৃ হত্যা দিবস
নয়ন জলে স্মরণ করি
মেটেনা আফসোস।

হিমাদ্রী তুমিও কিন্তু তোমার ছড়ার রচয়িতার নাম বললে না।
ভালো লেগেছে?
হ্যাঁ।
তাহলে নাম জানার দরকার নেই।
যদি বলি ভালো লাগে নি?
তাহলে একটা গাল দিয়ে দেবেন।
এই শোন। আমাদের নির্ধারিত সময় ফুরিয়ে এলো প্রায়। দেওয়ান তোমাকে দিয়ে শুরু করেছিলাম, তোমাকে দিয়েই শেষ করি।
অর্পন আমার ছোট্ট একটা কবিতা। এর নাম - "এই বাংলার আকাশ বাতাস"। লিখেছেন বেগম সুফিয়া কামাল --

এই বাংলার আকাশ বাতাস সাগর গিরি ও নদী
ডাকিছে তোমারে বঙ্গবন্ধু ফিরিয়ে আসিতে যদি
হেরিতে এখনো মানব হৃদয়ে তোমারই আসন পাতা
এখনো মানুষ স্মরিছে তোমারে মাতা পিতা বোন ভ্রাতা ।

(চলবে)